ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০১৯

১১ জুলাই ২০১৯

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করার বিষয়ে সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* ২০১৯ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ৪
মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০১৯ ..... ৭
রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি ৮
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ৮
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা নির্যাতন ও জবাবদিহিতার অভাব ৯
গুম ১০
কারাগারের পরিস্থিতি ১৩
রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা ১৫
ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ১৭
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক আইন ১৮
রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা ১৮
নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রয়োগ ১৯
দ্রুত বিচার আইনের মেয়াদ আরো ৫ বছর বৃদ্ধির খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন ২০
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (খসড়া) আইন ২০১৯ ..... ২০
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২১
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২২
মৃত্যুদণ্ড ২২
নির্বাচন কমিশন ও পঞ্চম ধাপের উপজেলা নির্বাচন ২৩
টাকা পাচারসহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন ২৫
নারীর প্রতি সহিংসতা ২৬
ধর্ষণ ২৬
যৌন হয়রানি ২৮
যৌতুক সহিংসতা ২৯
এসিড সহিংসতা ২৯
শ্রমিকদের অধিকার ২৯
তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা ৩০
পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন ৩০
ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে বাংলাদেশী নাগরিক নিখোঁজ ৩০
প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ৩১
বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য ৩১
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ৩২
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৩
সুপারিশ ৩৫

সারসংক্ষেপ

১. এই প্রতিবেদনে ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়ের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে গণতন্ত্র ও বাক্ স্বাধীনতা হরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার মত বিষয়গুলো।

২. জনগণের ভোট ছাড়াই ক্ষমতায় আসার কারণে[১] সরকারের দায়মুক্তির সংস্কৃতি আরও প্রবল হয়েছে। গত তিনমাসে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক। এই সময়ে নাগরিকরা গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছেন।

৩. দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে ২২ জনকে এই আইন কার্যকরী হওয়ার পর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[২] এছাড়া অনেকের বিরুদ্ধে মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয়েছে। মূলতঃ ভিন্নমতের অনুসারী, বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধেই এই মামলাগুলো করা হয়েছে যাঁরা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কোন ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনা করেছেন। এদিকে সেপ্টেম্বরের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউবে সরকার হস্তক্ষেপ করার সক্ষমতা অর্জন করবে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। তিনি জানান, এতদিন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছিল না। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এইগুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপের সক্ষমতা তৈরী হবে। ফলে কেউ ইচ্ছা করলেই ফেসবুক বা ইউটিউবে যা খুশি তাই প্রচার করতে পারবে না। এখানে 'যা খুশি তাই প্রচার' বলতে কি বোঝানো হয়েছে এ বিষয়ে কোন সঠিক ব্যাখ্যা নেই। ফলে এইক্ষেত্রেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নিবর্তনমূলক আইনের অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারনার ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হচ্ছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা এই সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন।

৪. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের পাশাপশি পুলিশ, র‍্যাব এবং ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের ব্যবহার করে সভা-সমাবেশের অধিকারও হরণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্রহসনমূলক নির্বাচনের পর থেকে সভা-সমাবেশ করার অধিকার আরো সংকুচিত হয়েছে। বিএনপি ছাড়াও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল ও বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল, সমাবেশে বাধা দেয়া ও হামলা করা হয়েছে।

৫. দেশের কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে মানবেতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কারাগারগুলোতে চিকিৎসক ও চিকিৎসার অপ্রতুলতা এবং কারাকর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে।[৩] এদিকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট

---

[১] ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে, যা ছিল নজিরবিহীন।

[২] ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি ২০১৮ সাসের ৮ অক্টোবর কার্যকরী হয়।
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1261

[৩] প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০১৯

বিভাগ দেশের কারাগারে ধারণ ক্ষমতা, বন্দী ও চিকিৎসকের সংখ্যা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে।[৪] অপরদিকে, দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ১৬ মাস ধরে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, খালেদা জিয়াকে যথোপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।[৫]

৬. বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিদ্যমান থাকায় নিম্ন আদালত বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করায় তাঁরা বছরের পর বছর কারাগারের কনডেমন্ড সেলে বন্দি রয়েছেন।[৬]

৭. ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বরাবরের মত গত তিন মাসেও অব্যাহত ছিল। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকতা পেয়েছে। তারা প্রকাশ্যে বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলেও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না বললেই চলে।

৮. ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে।

৯. বরাবরের মত গত তিনমাসে নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে অনেক নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণ, যৌন হয়রানী, যৌতুক, এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন। গত তিন মাসে শিশু ধর্ষণ মহামারি আকার ধারণ করেছে। প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর তুলনায় শিশু ধর্ষণের হার প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০. গত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়ে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

১১. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ওপরে ভারতের ক্রমাগত হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। এই সময়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের হত্যা-নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে।

১২. মিয়ানমারে গণহত্যার শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের বাংলাদেশে পালিয়ে আসার ঘটনায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগের পূর্ণ তদন্ত শুরুর করার ব্যাপারে কৌঁসুলি ফাতু বেনসুদার কাছ থেকে আবেদন পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) তিন বিচারকের সমন্বয়ে একটি প্যানেল গঠন করে।[৭] অন্যদিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের শরণার্থী বসতির কাছাকাছি স্কুলগুলো থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার করা হচ্ছে। ফলে রোহিঙ্গা শিশুরা তাঁদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[৮]

১৩. ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর যে সরকারি নিপীড়ন শুরু হয় তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে *অধিকার* এর ওপর নানা ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটে। ২০১৪ সালে *অধিকার* তার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও এই রিপোর্ট প্রকাশের সময়কাল পর্যন্ত নিবন্ধন নবায়ন করা হয়নি।

---

[৪] ইত্তেফাক, ২৪ জুন ২০১৯; https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/other/64695

[৫] প্রথম আলো, ৪ এপ্রিল ২০১৯; https://www.prothomalo.com/opinion/article/1586942

[৬] যুগান্তর ৫ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/163442/

[৭] নয়াদিগন্ত, ২৭ জুন ২০১৯; www.dailynayadiganta.com/first-page/420785

[৮] https://www.hrw.org/news/2019/04/01/bangladesh-rohingya-refugee-students-expelled

এই ব্যাপারে গত ১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দাখিল করলে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি রুল জারি করে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া র‍্যাবের বাধার মুখে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ উপলক্ষে সিরাজগঞ্জে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের মানববন্ধন কর্মসূচী পণ্ড হয়ে যায়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০১৯

১ জানুয়ারি - ৩০ জুন ২০১৯*								
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার/বন্দুকযুদ্ধ		২৬	২৮	৩২	৩১	৪৭	৩৮	২০২
	পিটিয়ে হত্যা		১	০	০	০	০	০	১
	গুলিতে নিহত		০	৪	০	০	০	০	৪
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	০	০	১	০	১
	মোট		২৭	৩২	৩২	৩১	৪৮	৩৮	২০৮
গুম			৩	২	২	৪	৪	৪	১৯
কারাগারে মৃত্যু			৪	৩	৭	১০	৫	৯	৩৮
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		৫	১	১	৪	৩	৪	১৮
	বাংলাদেশী আহত		০	১	১	৩	২	৩	১০
	বাংলাদেশী অপহৃত		০	১	০	০	৭	১	৯
	মোট		৫	৩	২	৭	১২	৮	৩৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		৪	৮	২	২	১৯	০	৩৫
	লাঞ্ছিত		০	০	০	২	১	০	৩
	হুমকির সম্মুখীন		১	১	০	০	১	১	৪
	মোট		৫	৯	২	৪	২১	১	৪২
রাজনৈতিক সহিংসতা**	নিহত		৬	৬	২২	৭	৮	৩	৫২
	আহত		৩৩৯	১৯৯	৫৮৪	১৬১	২০০	২৯৭	১৭৮০
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			৫	৫	৯	২০	৭	১০	৫৬
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)		৬২	৩৭	৩৯	১০৫	৭০	৬১	৩৭৪
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী		৩০	১২	২৩	৩৫	২০	৩৫	১৫৫
	বয়স জানা যায়নি		০	০	১	০	০	৬	৭
	মোট		৯২	৪৯	৬৩	১৪০	৯০	১০২	৫৩৬
যৌন হয়রানীর শিকার			৪	৮	৬	২৫	২০	৯	৭২
এসিড সহিংসতা			৩	২	৩	৩	১	০	১২
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৩	৯	৩	৯	৬	৩	৩৩
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	১	০	০	০	০	০	১
		আহত	১৭৫	০	৫৩	১০	১০	০	২৪৮
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক (ইনফরমাল সেক্টর)	নিহত	২	৪	৬	১	৪	৩	২০
		আহত	০	৫	১৯	০	০	২	২৬
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার			৮	৩	৩	১	৬	৩	২৪

** পরবর্তীতে তথ্য পাওয়ার পর কিছু পরিসংখ্যান আপডেট করা হয়েছে*

** উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসে নির্বাচনী সহিংসতায় অন্ততপক্ষে ১৫ জন নিহত ও ৪৪৮ জন আহত হয়েছেন যা রাজনৈতিক সহিংসতা ছকে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৪. বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। মূলতঃ সরকারের জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন না থাকা, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং দোষী ব্যক্তিদের দায়মুক্তির কারণে এই ধরণের হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলেছে। এর পাশাপাশি ২০১৮ সালের মে মাস থেকে সরকার দেশব্যাপী 'মাদকবিরোধী অভিযান' শুরু করলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ভয়াবহ আকার ধারণ করে। **গত তিন মাসে 'মাদকবিরোধী অভিযানের' নামে ৬৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।** উল্লেখিত অভিযানে নিহতদের ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দাবি তাঁরা সবাই মাদক ব্যবসায়ী। অথচ নিহত ব্যক্তিদের অনেক স্বজন জানিয়েছেন যে, তাঁরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বরং তাঁদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই অভিযানের শুরুতেই ২০১৮ সালের ২৬ মে টেকনাফের পৌর কাউন্সিলার একরামুল হক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।[৯] একরামুল হকের বিরুদ্ধে র‍্যাবের দায়ের করা মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশনা চেয়ে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদন চান মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দীপংকর কর্মকার। তবে এখনো অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা দীপংকর কর্মকার জানিয়েছেন, মামলার এজাহারে র‍্যাব বলেছিল ইয়াবা ব্যবসায়ীদের মধ্যেকার গোলাগুলিতে একরামুল নিহত হয়েছে। কিন্তু তদন্তে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।[১০] পুলিশের তদন্তে এ ধরনের তথ্য পাওয়ার পর বোঝা যায় যে, বন্দুকযুদ্ধগুলো সাজানো এবং নিহত ব্যক্তিরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে।

১৫. **এপ্রিল থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১১৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৫৭ জন পুলিশ, ৪০ জন র‍্যাব, ১৭ জন বিজিবি, ২ জন ডিবি পুলিশ, ১ জন যৌথ বাহিনী'র হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ১১৭ জনের মধ্যে ১১৬ জন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ১ জন ব্যক্তি পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

---

[৯] র‍্যাব কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, ২০১৮ সালের ২৬ মে রাত দেড়টায় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সদর ইউনিয়নের নোয়াখালিয়াপাড়া এলাকায় ইয়াবা ব্যবসায়ীদের মধ্যে 'বন্দুকযুদ্ধে'র পর একরামুলের মৃতদেহ পাওয়া যায়। কিন্তু একরামুল হকের স্ত্রী আয়েশা আক্তার কক্সবাজার প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামীকে একটি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ও র‍্যাব-৭ এর একটি দল বাসা থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে। সংবাদ সম্মেলনে মোবাইল ফোনে ধারণকৃত তাঁর স্বামীকে হত্যার সময়ের ঘটনার অডিও তুলে ধরেন, যাতে পুরো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উঠে আসে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি একরামের স্ত্রীর/ প্রথম আলো ১ জুন ২০১৮; https://earchive.prothomalo.com/view/dhaka/2018-06-01/1

[১০] প্রথম আলো ২৬ মে ২০১৯/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1595994

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা নির্যাতন ও জবাবদিহিতার অভাব

১৬. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের নির্যাতন, হত্যা, বিনাবিচারে আটক, ঘুষ আদায়, হামলা, হয়রানি, জমি দখল এবং চাঁদা আদায়ের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

১৭. নরসিংদীতে সোহেল মিয়া নামে একজন ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো এবং ক্রসফায়ারে হত্যার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে গোয়েন্দা পুলিশের এসআই মোস্তাক আহমেদের বিরুদ্ধে। গত ২ জুন সোহেলের মা তাহমিনা বেগম এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এসআই মোস্তাক তাঁর ছেলে সোহেলকে নরসিংদীর পুলিশ সুপার মিজার উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করার কথা বলে তার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে সোহেলকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবী করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর ছেলেকে বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়। এরপর মদনগঞ্জ পুলিশ লাইন এলাকায় নিয়ে চোখ-মুখ বেঁধে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে ঘটনাস্থল থেকে এসআই মোস্তাকের সহকর্মী কনস্টেবল শামসুল, সোহেলের স্ত্রীর কাছে এক লক্ষ টাকা দাবি করলে সোহেলের প্রাণ বাঁচাতে এক লক্ষ টাকা দিয়ে সোহেলকে ছাড়িয়ে আনা হয়।[১১]

সংবাদ সম্মেলনে সোহেলের মা তাহমিনা বেগম। ছবি: যুগান্তর ২ জুন ২০১৯

১৮. গত ১২ জুন রাজশাহী জেলার দুর্গাপুরে স্ত্রীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আসাদুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে এএসআই হাফিজ আটক করে থানায় না নিয়ে হোজা অনন্তকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আসাদুলের বাবা দিনমজুর সাইদুল ইসলাম সেখানে গেলে এএসআই হাফিজ তাঁর কাছে বিশ হাজার টাকা ঘুষ চায়। সাইদুল ইসলাম টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে এএসআই হাফিজ তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাঁর পা ভেঙ্গে দেয়।[১২]

[১১] যুগান্তর, ২ জুন ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/184434/
[১২] যুগান্তর, ১৩ জুন ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/187186

১৯. অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হক নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার অধিবাসী জাহের আলী (৭০) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পুলিশ সদর দফতরে আটকে রেখে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁদের জমিজমা লিখে নিয়েছেন উল্লেখ করে গত ১৪ মার্চ ঢাকা মহানগর হাকিম দেবব্রত বিশ্বাসের আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং-৩৯৪/১৯।[১৩] মামলাটি পরবর্তীতে মূখ্য মহানগর হাকিম জাহিদুল কবির এর আদালতে স্থানান্তর করা হলে আদালত মহানগর হাকিম দেবব্রত বিশ্বাসকে (বিচার বিভাগীয়) তদন্ত করার নির্দেশ দেন। বিষয়টি এখনও তদন্তনাধীন রয়েছে। এই রির্পোট লেখা পর্যন্ত সময়ে চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।[১৪] এজাহারে বলা হয়, রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান ২০১৮ সালের ১০ জুলাই টেলিফোন করে জাহের আলী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের থানায় ডেকে নেন। এরপর সেখান থেকে তাঁদের পুলিশ সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর থেকে তাঁদের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। রাতেও তাঁরা ফিরে না আসায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা থানায় জিডি করতে গেলে পুলিশ তাঁদের জিডি গ্রহণ না করে, উল্টো তাঁদের সবাইকে মেরে নদীতে ফেলে দেয়ার হুমকি দেয়। এই ব্যাপারে জাহের আলী বলেন, রূপগঞ্জ থানার পুলিশ তাঁদেরকে ঢাকায় পুলিশ সদর দফতরে অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হকের রুমে নিয়ে যায়। সেখানে সবার হাতে হাতকড়া পড়ানো হয় এবং চোখে কালো কাপড় বেঁধে মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর দীপক কুমার দাস তাঁদের ক্রসফায়ারে মেরে ফেলার হুমকিও দেন। ১৩ দিন তাঁদের ডিবি অফিসে আটকে রেখে প্রতিদিনই তাঁদের পেটানো হয়। ভয়ভীতি ও নির্যাতনের মুখে তাঁদের বসতভিটাসহ ৬২ বিঘা জমি (বাজার মূল্য প্রায় ৬০ কোটি টাকা) অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল ও তাঁর স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেলের নামে দলিল রেজিস্ট্রি করে দিতে বাধ্য হন। এরপর তাঁদের বিরুদ্ধে শাহবাগ, ডেমরা ও রূপগঞ্জ থানায় ১৩টি মামলা দায়ের করে তাঁদের জেলে পাঠানো হলে এক বছর কারাগারে থাকার পর গত ২৬ মে ২০১৯ তাঁরা জামিনে মুক্ত হন।[১৫]

গুম

২০. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে গুমের ঘটনা প্রকট আকার ধারন করে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের অধিকাংশই বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিক বলে জানা গেছে। প্রতিটি গুমের ঘটনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার

[১৩] যুগান্তর, ১ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/193889
[১৪] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[১৫] যুগান্তর, ১ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/193889

অভিযোগ রয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে।[১৬] অথচ সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে।

২১. প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে।[১৭] গত ২৫ মে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা তাঁদের প্রিয়জনদের ঈদের[১৮] আগে স্বজনদের ফিরে পাবার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

[১৬] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন (পিটিশন নং-২৮৩৩/২০১৭) দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। (http://www.newagebd.net/article/19321/) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

[১৭] গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েসন অফ রিলেটিভস অফ ডিসএ্যাপিয়ার্ড ডিটেইনিস (FEDEFAM) নামের দক্ষিণ আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। এরপর থেকেই গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। তখন সপ্তাহটি পালন করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করা।

[১৮] ১৬ জুন ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৫ মে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা তাঁদের প্রিয়জনদের স্বজনদের ফিরে পাবার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। ছবি: অধিকার

২২. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুম হওয়া ব্যক্তিদের দীর্ঘদিন আটক রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়, থানায় সোপর্দ করা অথবা তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। ফিরে আসা ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা আবারও গুম হওয়ার ভয়ে ও হুমকির কারণে এই বিষয়ে কথা বলতে চান না। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ১৪ জুলাই ঢাকার বনানী রেলস্টেশনের সামনে থেকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ইয়াসিন মোহাম্মদ আবদুস সামাদ তালুকদার (৩৭) কে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিষয়ে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে। অথচ প্রায় তিন বছর পর ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ বলছে, ইয়াসিনকে ২০১৯ সালের ১৭ মে বনানীর গাউসুল আজম মসজিদের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে এই দিনই ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে হাজির করা হয়। গুলশান থানায় ২০১৩ সালে দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা একটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।[১৯]

২৩. গত ২ মে গভীর রাতে র‍্যাব-৬ এর সদস্যরা খুলনা মহানগরীর পূর্ব বানিয়াখামার বড় মসজিদ সংলগ্ন নজরুল ইসলামের বাড়ি থেকে এসএম হাফিজুর রহমান সাগর (৪৩) সহ চারজনকে তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৩ মে র‍্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বাড়ি থেকে তিনজনকে আটকের

[১৯] প্রথম আলো, ২১ মে ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1595072

কথা বলা হয়। সাগরের স্ত্রী হোসনে আরা তানিয়া ও বোন রুপশী নিশি *অধিকারকে* জানান, সাগর গত ২ মে নজরুল ইসলামের বাড়িতে অবস্থান করার সময় রাত আনুমানিক আড়াইটায় র‍্যাব-৬ এর একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে এসএম হাফিজুর রহমান সাগর এবং তাঁর ব্যবসায়িক পার্টনার মোঃ হাবিবুর রহমান (২৪), মোঃ রাফিউর রহমান রাজীব (৩০) ও মোঃ আব্দুল মান্নান (৫০) কে আটক করে নিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে ৪ মে তাঁরা র‍্যাব-৬ এর কার্যালয়ে গিয়ে যোগাযোগ করলে পরিচালক (সিও) লে. কর্নেল সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুস সালেহীন ইউসুফ এবং স্পেশাল কোম্পানি কমান্ডার মোঃ শামীম শিকদার অন্য তিনজনের আটকের কথা স্বীকার করলেও সাগরকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করেন। এরপর একাধিকবার র‍্যাব সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। এরপর খুলনা সদর থানায় সাধারণ ডায়রি (জিডি) করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ হুমায়ূন কবির জিডি গ্রহণ করেননি বলে জানিয়েছেন সাগরের পরিবার।[২০]

২৪. ***এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ১২ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৩ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং ৩ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৬ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।***

কারাগারের পরিস্থিতি

২৫. সারাদেশে ১৩ টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগারে মোট ধারণ ক্ষমতা ৩৬ হাজার ৭১৪ জন।[২১] কিন্তু ১৩ মে পর্যন্ত বন্দি ছিল ৮৮,২১১ জন।[২২] ধারণক্ষমতার অনেক বেশী বন্দি থাকার কারণে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়ায় অনেক বন্দি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দেশের কারাগারগুলোতে চিকিৎসক থাকার কথা ১৪১ জন। অথচ আছেন মাত্র ১০ জন চিকিৎসক যাঁরা চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন সারাদেশের বন্দিদের। বন্দিদের প্রায় অর্ধেক যক্ষা, টাইফয়েড, কিডনি, লিভার এবং ডায়াবেটিসসহ নানা রোগে আক্রান্ত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কারাগারে চিকিৎসকদের নিয়োগ দিলেও তাঁরা যোগ দিচ্ছেন না। কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১১ হাজারের মতো বন্দি রয়েছেন। এই কারাগারে ১৭ জন চিকিৎসককে নিয়োগ দেয়া হলেও কেউই সেখানে যোগদান করেননি।[২৩] চিকিৎসকদের একটি অংশ সরকারীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের

[২০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২১] প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০১৯/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1586549/
[২২] http://www.prisonstudies.org/country/bangladesh
[২৩] প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০১৯/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1586549/

গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। এমনকি কারাগারের ভেতরে আটক একজন কারাবন্দীকে কন্ট্রাক্ট কিলারের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২৪] গত তিন মাসে কারাগারে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে রয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা ও ভিন্নমতাবলম্বী আইনজীবী।

২৬. দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ১৬ মাস ধরে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, খালেদা জিয়াকে যথোপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ২০১৫ সালের মে মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ নির্জন কারাবাসকে নির্যাতন হিসেবে অভিহিত করে। নির্জন কারাবাসের প্রথা বিলোপসহ বন্দিদের মানবিক মর্যাদা প্রদান, চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা এবং কারাকর্মীদের জন্য পালনীয় নীতিমালার যে প্রস্তাবটি অনুমোদন করে, তা ম্যান্ডেলা রুলস নামে পরিচিত। ইউএন মিনিমাম রুলস ফর ট্রিটমেন্ট অব প্রিজনারস শিরোনামের এই নীতিমালায় নির্জন কারাবাসের সংজ্ঞাও দেয়া আছে। ওই সংজ্ঞা অনুযায়ী, দিনের ২২ ঘন্টার বেশি যদি কাউকে অর্থপূর্ণ মানবিক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে তা নির্জন বন্দিত্ব হিসেবে গণ্য হবে।[২৫]

২৭. গত ১১ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে আটক কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এ শামীম আরজু কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মারা গেছেন। গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে কালেক্টরেট চত্বরে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ফেরার পথে পুলিশ তাঁকে সহ ১২ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে নাশকতার মামলা দায়ের করে। সেই থেকে এম এ শামীম আরজু কুষ্টিয়া কারাগারে আটক ছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে চিকিৎসায় অবহেলার কারণে আরজু মারা গেছেন।[২৬]

২৮. গত ৩০ এপ্রিল পঞ্চগড় জেলা কারাগারের বন্দি আইনজীবী পলাশ কুমার রায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা গেছেন। কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানি পলাশের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছিল। এই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গত ২৫ মার্চ পলাশ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মানববন্ধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রশাসন ও পুলিশের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার অভিযোগ করা হয়। এর জের ধরে স্থানীয় সরকারী দলের কর্মীরা তাঁকে মারপিট করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এরপর রাজীব রানা নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীকে কটুক্তি করার অভিযোগে সদর থানায় পলাশের বিরুদ্ধে

---

[২৪] যুগান্তর, ১ জুন ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/183774/

[২৫] The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules); Rule 44, page 14, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf

[২৬] যুগান্তর, ১২ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/166189/

মামলা দায়ের করেন। গত ২৬ এপ্রিল পলাশ কুমারকে পঞ্চগড় জেলা কারাগার থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু সকালে কারাগারের টয়লেট থেকে পলাশ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দৌড়ে বের হয়ে আসেন। গুরুতর আহতবস্থায় পলাশকে রংপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পলাশ কুমার রায়ের মা মিরা রানী তাঁর ছেলের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় কারা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন।[২৭] গত ৮ মে পলাশ কুমার রায়ের মৃত্যুর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ কারাগারে কারাবন্দিকে যথাযথ নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এ মর্মে রুল জারি করেন এবং ঘটনার বিচারিক তদন্তের নির্দেশ দেন।[২৮]

২৯. **এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই তিন মাসে ২৪ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ২২ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে, ১ জনকে জেলের ভেতরে হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন আগুনে পুড়ে মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা

৩০. সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং তার অনুগত ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর আক্রমণ ও নিপীড়ন চালাচ্ছে।

৩১. গত ২০ মে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী ও খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠান করার অনুমতি না দিলে ছাত্রদল সাভারের নিউ মার্কেটে অবস্থিত দিল্লির দরবার রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কিন্তু সেখানেও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ও পুলিশ বাধা দিলে অনুষ্ঠানটি পণ্ড হয়ে যায়।[২৯]

৩২. গত ২৬ মে বগুড়া শহরের গ্রন্থাগার মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ এক ইফতার মহফিলের আয়োজন করে। আয়োজকরা জানান, বেলা দুইটায় শহরের স্টেডিয়াম পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোস্তাফিজ হাসান এসে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বলে যান। এরপর বিকেলে ইফতার মাহফিলের

[২৭] যুগান্তর, ৬ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/174375/
[২৮] যুগান্তর, ৯ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/175500/
[২৯] নয়াদিগন্ত, ২৩ মে ২০১৯; www.dailynayadiganta.com/more-news/412378/

প্রধান অতিথি ডাকসুর ভিপি নুরুল হক আয়োজকদের নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হলে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি নাইমুর রাজ্জাক ও বগুড়া আজিজুল হক কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রউফের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগের হামলায় নুরুল হকসহ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ১৫-২০ জন সদস্য আহত হন। নুরুল হককে প্রথমে বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।[৩০]

৩৩. গত ২৮ মে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ[৩১] উপলক্ষে সিরাজগঞ্জে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়ার্ক এবং গুম হওয়া ব্যক্তির স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক' এর সদস্যরা স্টেশন বাজার এলাকায় মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করতে গেলে র‍্যাব-১২ এর সদস্যদের বাধার মুখে তা পণ্ড হয়ে যায়।[৩২]

৩৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গত ৯ জুন চিকিৎসকরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলরের কার্যালয়ের সামনে গেলে পুলিশ মিছিলে বাধা দেয় এবং এক পর্যায়ে লাঠিচার্জ করে।[৩৩]

বিএসএমএমইউতে আন্দোলনকারী চাকরি প্রার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ। ছবিঃ মানবজমিন, ৯ জুন ২০১৯

[৩০] যুগান্তর, ২৭ মে, ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/181988

[৩১] গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েসন অফ রিলেটিভস অফ ডিসএ্যাপিয়ার্ড ডিটেইনিস (FEDEFAM) নামের দক্ষিণ আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। এরপর থেকেই গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। তখন সপ্তাহটি পালন করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করা।

[৩২] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৩] মানবজমিন, ১০ জুন ২০১৯; http://mzamin.com/article.php?mzamin=176096&cat=3

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন

৩৫.চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১৮ জন নিহত ও ৬৫৮ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৪৩টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৮ জন নিহত ও ৫৬৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৩৬.২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের বিতর্কিত নির্বাচন দেশ ও জাতিকে গভীর সংকটে নিপতিত করেছে, যা গণতন্ত্রের পথকে কঠিন করে তুলেছে। এই ধরনের একটি অগ্রহণযোগ্য ও প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার পর আওয়ামী লীগের একদল নেতা-কর্মী রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত থাকার কারণে সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা বরাবরের মত নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণেও সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং তাদের আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে।[৩৪] এছাড়া ক্ষমতাসীনদলের ছত্রছায়ায় থাকা দুবৃর্ত্তরা প্রকাশ্যে রাস্তায় মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করেছে।[৩৫]

হামলাকারীদের হাত থেকে রিফাতকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন স্ত্রী আয়েশা আক্তার। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০১৯

৩৭.গত ১৪ মে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাতক পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম চৌধুরীর সমর্থকদের সঙ্গে ও তাঁর ভাই জেলা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমেদ চৌধুরীর সমর্থকদের বন্দুকযুদ্ধের

[৩৪] প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-2-9&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a
[৩৫] প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1601860/

ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় শ্রমিক লীগের সদস্য সাহাবুদ্দিন নিহত হন এবং পুলিশসহ ৫০ জনের মতো আহত হয়েছেন।[৩৬]

৩৮.গত ২৬ জুন বরগুনা শহরের কলেজ রোড এলাকায় প্রকাশ্যে রিফাত শরীফ (২৫) নামে এক ব্যক্তিকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে সাব্বির হোসেন নয়ন, রিফাত ফরাজী ও তাঁর ভাই রিশান ফরাজীসহ অন্যান্য দুবৃর্ত্তরা। এই সময় নিহতের স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রিফাত ফরাজী ও রিশান ফরাজী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা দেলোয়ার হোসেনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং সাব্বির হোসেন নয়ন জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সুনাম দেবনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে জানা গেছে। সুনাম দেবনাথ আওয়ামী লীগের স্থানীয় সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর ছেলে।[৩৭]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক আইন

৩৯.২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে সরকার জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করে এবং নিবর্তনমূলক আইনে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করে।

রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা

৪০.কোন নাগরিক সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক কোন মন্তব্য করলে সরকার বিদ্বেষবশতঃ তাঁকে বা তাঁদেরকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে অভিযুক্ত করছে, যা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে।

৪১.গত ১৭ এপ্রিল কিশোরগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ আবদুন নূরের আদালতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু ও গণবিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দোলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে ১২৪(ক) দণ্ডবিধিতে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ও জয় বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভাপতি আকরাম হোসেন বাদল। মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, আসামীরা একে অপরের সহযোগিতায় ও প্ররোচনায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বর্তমান সরকারেরে বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের

[৩৬] যুগান্তর, ১৫ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/177706/
[৩৭] প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০১৯/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1601860/

উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষতি সাধন করে আসছে। আদালত এই ঘটনায় পাকুন্দিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কে তদন্তের নির্দেশ দেন।[৩৮]

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রয়োগ

৪২. সরকার এবং ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সমালোচনামূলক যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন[৩৯] ২০১৮ প্রয়োগ করে সাংবাদিক, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী, ভিন্নমতাবলম্বী এমনকি সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধেও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।

৪৩. **এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

৪৪. ২০১৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যঙ্গ চিত্র পোস্ট করার অভিযোগে গত ১৬ মে ২০১৯ চট্টগ্রাম মহানগরের চকবাজার এলাকা থেকে একটি কোচিং সেন্টারের পরিচালক মোহাম্মদ শাহদাত হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৪০]

৪৫. ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে বিকৃত পোস্ট করার অভিযোগে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া সদর ইউনিয়নের উত্তর কাওন্নারা এলাকা থেকে অটোরিক্সা চালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৪১]

৪৬. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মানহানিকর মন্তব্য ও অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে দৈনিক প্রথম ভোড় পত্রিকার গাজীপুর জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ মোজাহিদের বিরুদ্ধে শ্রীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি জাকিরুল ইসলাম জীকু শ্রীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের

---

[৩৮] মানবজমিন, ২০ এপ্রিল ২০১৯; http://mzamin.com/article.php?mzamin=168911&cat=6

[৩৯] তথ্যপ্রযুক্তি আইনের নিবর্তনমূলক ৫৭ ধারার বিষয়গুলোকে এই আইনের চারটি ধারায় (২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ এ) বিন্যস্ত করা হয়েছে। এসব ধারায় বিভক্ত করে যেভাবে আরও কঠোর এবং অধিকতর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তা সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।[৩৯] এই আইনের সবচেয়ে বিতর্কিত ৩২[৩৯] নম্বর ধারাটি তথ্য অধিকার আইনের পরিপন্থী। এছাড়া ৪৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে- যদি একজন পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেন, এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে অথবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অপরাধটি করা হয়েছে অথবা এই ধরনের অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা রয়েছে অথবা সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পুলিশ যেকোনো স্থানে বা ব্যক্তিকে তল্লাশি করতে পারবে। এছাড়াও কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করেছে বা করছে বলে সন্দেহ হলে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবে।

[৪০] মানবজমিন ১৯ মে ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=173062&cat=9/

[৪১] যুগান্তর ১৮ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/178658/

করলে গত ১১ মে থানা পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৪২]

দ্রুত বিচার আইনের মেয়াদ আরো ৫ বছর বৃদ্ধির খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

৪৭.রাজনৈতিকভাবে প্রয়োগের জন্য বিতর্কিত আইনশৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধনী এনে বিদ্যমান আইনের খসড়া গত ২৭ মে মন্ত্রীসভা অনুমোদন দিয়েছে। ২০০২ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় দুই বছরের জন্য এই আইনটি পাস হয়। যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি, যানবাহনের ক্ষতিসাধন, চাঁদাবাজি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট, ত্রাস সৃষ্টি বা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ ইত্যাদি অপরাধ দ্রুততার সঙ্গে বিচারের জন্য এই আইন করা হয়েছিল। এরপর সরকার পরিবর্তন হলেও দ্রুত বিচার আইনটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে তা বলবৎ রাখা হয়। আইনটি পাস হওয়ার সময় তৎকালিন বিরোধীদল আওয়ামী লীগ এর বিরোধীতা করেছিল। তারা এই আইনকে 'আওয়ামী লীগ দমন আইন' বলে অভিহিত করেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ কয়েক দফায় আইনটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে। উপরন্তু ২০১৮ সালে এই আইনে সাজার মেয়াদ ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৭ বছর করেছে বর্তমান সরকার। এপ্রিল মাসে এই আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।[৪৩]

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (খসড়া) আইন ২০১৯

৪৮.সম্প্রতি দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার নিবন্ধন ও সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে। আইনের উপধারা ১১ (১ ও ২) এ বলা আছে নিবন্ধিত সমস্ত সংস্থাকে প্রতি পাঁচ বছর পরপর নিবন্ধন নবায়নের বিধান এবং যথাসময়ে তা নবায়নে ব্যর্থ হলে বা আবেদন প্রত্যাখাত হলে সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘোষণার বিধান; উপধারা ১৭ (১,২,৩) অনুযায়ী কোনো সংস্থার ব্যাপারে 'কারণ দর্শানো' প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সে সংস্থার নিবন্ধন বাতিল এবং নিবন্ধন বাতিলের তারিখ থেকে সংস্থাটি বিলুপ্তির বিধান করা হয়েছে। এই খসড়া আইনের

[৪২] মানবাধিকার খবর, জুন সংখ্যা- ২০১৯; http://manabadhikarkhabar.com/epaper/index.php?id=28-5-2019-44
[৪৩] প্রথম আলো ২৮ মে ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=5&edcode=71&pagedate=2019-5-28

ধারা ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানবলী প্রাধ্যান্য পাবে।[৪৪]

৪৯. খসড়া আইনটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এর বেশ কয়েকটি ধারা-উপধারা স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করবে। একই সাথে আইনের কয়েকটি ধারা-উপধারা ও শব্দের ব্যাখায় অস্পষ্টতা থাকায় আইনটি অপব্যবহারের সুযোগ থাকবে। বিদেশী সহায়তায় পরিচালিত বেসরকারী সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পাশাপশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা দ্বৈত শাসন ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি করবে, যাতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম স্থবির হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে বা সেগুলো সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা হিসেবে টিকে থাকবে।[৪৫]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৫০. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। প্রায় সব ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে। এই দমনমূলক পরিস্থিতিতে যেসব সাংবাদিক এবং রিপোর্টার সাহস করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করেছেন সরকারদলীয় নেতাকর্মীরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

৫১. গত ২১ মে বিকেল আনুমানিক ৫ টায় সংবাদ প্রকাশের জের ধরে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রফিকুল হায়দার পাঠানের ভাই চরমোনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সফিক পাঠান লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা যুগান্তর পত্রিকার প্রতিনিধি তবারক হোসেনকে রায়পুর থানার সামনে মারধর করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন। উল্লেখ্য গত ১০ মার্চ রফিকুল হায়দার পাঠানের নাম উল্লেখ করে 'রায়পুরা ডাকাতিয়া নদী দখল করে আওয়ামী লীগ নেতাদের মাছ চাষ' শীর্ষক একটি সংবাদ যুগান্তরে প্রকাশিত হয়।[৪৬]

---

[৪৪] ঢাকা ট্রিবিউন, ৩০ জুন ২০১৯; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/law-rights/2019/06/30/ngos-decry-proposed-social-welfare-law

[৪৫] প্রথম আলো, ২৮ মে ২০১৯, https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=5&edcode=71&pagedate=2019-5-28

[৪৬] যুগান্তর ২৫ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/181548/

৫২.গত ২৯ মে সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে দুর্বৃত্তরা লোহার রড, হকিস্টিক ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরার কানেকশন ছিঁড়ে ফেলার পর সাংবাদিকদের মারধর করে। মাত্র ১০০ গজ দূরে অবস্থিত সাতক্ষীরা সদর থানায় সাংবাদিকরা সাহায্য চেয়ে ফোন করলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেনি। দুর্বৃত্তদের হামলায় সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যক্ষ আবু আহমেদসহ ১০ জন সাংবাদিক আহত হন। তাঁদের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার সময় প্রেসক্লাবের বাইরে বিপুল সংখ্যক দুর্বৃত্তের সঙ্গে সাতক্ষীরা সদর আসনের সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবির দুই ভাই মীর হাসান লাকি ও মাহি আলমকে দেখা যায়। উল্লেখ্য, গত ২০ মার্চ অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে সাতক্ষীরা সদর আসনের সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে সাতক্ষীরা প্রেসক্লাব। এই ঘটনার আড়াই মাস পর গত ২৯ মে ২০১৯ সাতক্ষীরা প্রেসক্লাব সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়ার কয়েক ঘন্টা পরই সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে দুর্বত্তরা হামলা চালায়।[৪৭]

৫৩.২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ২১ জন সাংবাদিক আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত ও ২ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৫৪.দুর্বল বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে।

৫৫.২০১৯ সালের এপ্রিল - জুন এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ১৮ জন নিহত হয়েছেন।

মৃত্যুদণ্ড

৫৬.বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বহাল রয়েছে। প্রতি বছর নিম্ন আদালতে ব্যাপক সংখ্যক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে। বিচারিক আদালতে কোনো অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিলে সেটিকে কার্যকর করতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন লাগে। এটিকে ডেথ রেফারেন্স বলা হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিয়ত ডেথ রেফারেন্স মামলা এসে জমা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে। জমা হওয়া ডেথ রেফারেন্সের তুলনায় নিষ্পত্তির হার খুবই কম। ফলে

[৪৭] মানবজমিন ৩১ মে ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=174999&cat=9/

সারাদেশে বছরের পর বছর কনডেম্ড সেলে অমানবিকভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন ১৫০০ এর ওপর অভিযুক্ত।[৪৮]

৫৭. *অধিকার* এর তথ্য মতে গত ২০১৯ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ৬৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন ও পঞ্চম ধাপের উপজেলা নির্বাচন

৫৮. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারীর বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচন বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড চরম বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমানের এই কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসন ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তায় আগের রাতে সিল মেরে ব্যালট বাক্সবন্দি করে রাখা হয়। নির্বাচনের দিন ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের মারধর করে ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়।[৪৯] তাদের এই কাজে সহযোগিতা করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসন। এই নির্বাচনে ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে শতভাগ এবং ৭,৬৮৯টি ভোটকেন্দ্রে ৯০ শতাংশ ভোট পড়ে যা নজিরবিহীন।[৫০] এই ধরনের প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী নেতৃত্বাধীন জোট। জাতীয় নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির প্রতিফলন ঘটে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতেও। ফলে জনগণ এই নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং বিএনপি ও বামজোটসহ অন্যান্য বিরোধীদলগুলো এই নির্বাচনগুলো বর্জন করে।[৫১] স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। জনগনের এই ভোট বিমুখতার মূল কারণ শুধু ক্ষমতাসীনদলের দখলদারিত্বই নয়, নির্বাচন কমিশনের অদক্ষতা এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণও এর অন্যতম কারণ। কিন্তু কমিশন জনগণের এই ভোট বিমুখতার মূল কারণের

---

[৪৮] যুগান্তর ৫ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/163442/

[৪৯] অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন; নয়াদিগন্ত, প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮;http://www.dailynayadiganta.com/more-news/376801; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/376825/; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2018-12-31; একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা, টিআইবির প্রাথমিক প্রতিবেদন, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2019/report/EPT/EPT_First_Report_2018.pdf

[৫০] নিউএজ, ৩০ জুন ২০১৯, http://www.newagebd.net/article/77035/100pc-votes-in-213-centres; Election Commission, http://www.ecs.gov.bd/bec/public/files/1/11th%20nation_result_1_100.xlsx, http://www.ecs.gov.bd/bec/public/files/1/national_election%20101-199.xlsx, http://www.ecs.gov.bd/bec/public/files/1/national_199_300.xlsx

[৫১] প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-2&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

সুরাহা না করে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর জন্য বিপুল অংকের টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খরচ করা হচ্ছে। এরই একটি হলো নির্বাচনে ভোটারদের আকর্ষণ বাড়াতে 'মডেল ভোট কেন্দ্র' নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত। পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পঞ্চম ধাপে ১৮ জুন ছয়টি উপজেলার ছয়টি কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে মডেল ভোট কেন্দ্র নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। এইসব কেন্দ্রে ভোটারদের ভোটদানের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। এই জন্য প্রতিটি মডেল কেন্দ্রের খরচ ৩ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন বলেন, ভোটারদের মধ্যে ভোটের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করার জন্য এই উদ্যোগ নেয়া হয়।[৫২] উপজেলা নির্বাচনের পঞ্চম ধাপে ১৬টি এবং স্থগিত ৫টি উপজেলায় ভোট গ্রহণ ১৮ জুন অনুষ্ঠিত হয়।[৫৩] প্রধান বিরোধীদল বিএনপি এবং বামজোটসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচন বয়কট করায় ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও তার শরীক রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী দিয়ে অংশ নিয়েছে। অধিকাংশ উপজেলায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।[৫৪] ভোটাররা এই নির্বাচনে কোন রকম আগ্রহই দেখাননি। এমনকি কয়েকটি এলাকায় মসজিদের মাইকে ভোটারদের কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানানো হলেও তাতে সাড়া মেলেনি। ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলা নির্বাচনে জাফর ইমাম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে (মহিলা ভোট কেন্দ্র) মোট ভোটার সংখ্যা ২ হাজার ১৭৫ জন। কিন্তু ভোট পড়েছে মাত্র ৪টি।[৫৫] উপজেলা নির্বাচনে ভোটারদের নির্বাচন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ঘটনায় আশঙ্কা প্রকাশ করে গত ১৯ জুন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বলেছেন, নির্বাচন বিমুখতা জাতিকে গভীর খাদে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কর্তৃত্ববাদী শাসনের অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ।[৫৬] উল্লেখ্য, মাহবুব তালুকদার এই কমিশনে একমাত্র ব্যতিক্রমি নির্বাচন কমিশনার, যিনি গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে কমিশনের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে আসছেন।

৫৯. পঞ্চম ধাপে প্রায় ভোটারবিহীন নির্বাচন হলেও অনেক জায়গাতেই ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকদের হামলা, জাল ভোট প্রদান এবং ইভিএম মেশিন ভাংচুর[৫৭] ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলা নির্বাচনে সকাল থেকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান

[৫২] যুগান্তর, ২৯ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/182754/
[৫৩] মানবজমিন, ১৯ জুন ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=177454&cat=3/
[৫৪] প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1585543/
[৫৫] যুগান্তর, ১৯ জুন ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/189371/
[৫৬] মানবজমিন, ২০ জুন ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=177609&cat=3/
[৫৭] প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-6-19&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

পদে তালা ও কলস মার্কা প্রতীকের পক্ষে সব কেন্দ্রগুলো দখল করে নেয়। শুভপুর ইউনিয়নের জয়পুর সরোজনী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতেই ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল মারতে দেখা গেছে।[৫৮] সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার চৌবাড়ি ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র দখলকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে ৫ জন আহত হন।[৫৯]

টাকা পাচারসহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন

৬০. ক্ষমতাসীনদল দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে বলে জনগণের কাছে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলেও মূলতঃ উন্নয়নের নামে ব্যাপক লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে বিপুল অংকের টাকা বিদেশে পাচার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে (সুইস ব্যাংক) বাংলাদেশীদের অর্থ জমার পরিমান বছরের পর বছর বাড়ছে। ২০০৯ সালে জমার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৯০ লাখ সুইস ফ্র্যাংক তা ২০১৮ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬১ কোটি ৭৭ লাখ ফ্র্যাংক, যা বাংলাদেশী মুদ্রায়[৬০] ৫ হাজার ৩৭৩ কোটি টাকা। এই ব্যাপারে সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের প্রধান কারণ হচ্ছে দুর্নীতি।[৬১]

৬১. ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৭ এর ৫ (১) ধারা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কেউ দেশ থেকে বিদেশে টাকা পাঠাতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কাউকে বিদেশে টাকা জমা রাখার অনুমোদন দেয়া হয়নি।[৬২]

৬২. দেশে দুর্নীতির এই ধরণের ভয়াবহ চিত্র থাকলেও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। উপরন্তু বিভিন্ন সময়ে দুদক এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ঘুষ নেয়াসহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি, অবৈধ সম্পদ অর্জনসহ নানা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশের ডিআইজি মিজানুর রহমান মিজান দুদক পরিচালক খন্দকার এনামুল বাসেরের বিরুদ্ধে তাঁর কাছ থেকে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ করেছেন।[৬৩]

---

[৫৮] নয়াদিগন্ত, ১৯ জুন ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/418596/

[৫৯] প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-6-19&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৬০] প্রতি সুইস ফ্র্যাংক ৮৭ টাকা হিসেবে

[৬১] যুগান্তর, ২৮ জুন ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/192760

[৬২] যুগান্তর, ২৯ জুন ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/editorial/193145

[৬৩] প্রথম আলো, ১০ জুন ২০১৯;

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৩.গত তিন মাসে নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরণের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই সময়ে ধর্ষণের ঘটনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতায় অপরাধীদের বিচার না হওয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও অভিযুক্তদের দায়মুক্তির কারণে সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে।

ধর্ষণ

৬৪.গত তিন মাসে ধর্ষণ সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিরাজমান ছিল। এই সময়ে চলন্ত বাসের মধ্যে নারীকে ধর্ষণ করে হত্যা করার ঘটনাও ঘটেছে। গত ১৬ এপ্রিল দেশে অব্যাহত নারীর ওপর সহিংসতা ও ধর্ষণের ঘটনায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ।[৬৪] সারাদেশে অব্যাহত ধর্ষণের ঘটনায় ব্যাপকভাবে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ রয়েছে; এক্ষেত্রে ভিকটিম এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা মামলা করে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।[৬৫] এছাড়া ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চুরিরমামলা দায়ের এবং ধর্ষণের মামলা না নেয়া এবং বাদীর কাছ থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ আছে পুলিশের বিরুদ্ধে।[৬৬]

৬৫.গত ১৮ এপ্রিল বগুড়া সদর থানায় এক নারী বাবার বাড়ী থেকে স্বামীর বাড়ী দরগাহাট যাওয়ার জন্য অটো রিক্সায় ওঠেন। অটোরিক্সা চালক নাজমুল ঐ নারীকে তাঁর স্বামীর বাড়ি দরগাহাটে না নিয়ে শিকারপুরে তার এক আত্মীয়র বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে ঐ নারীর স্বামী আল আমিন তাঁর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। গত ২৩ এপ্রিল অটোরিক্সা মালিক সমিতির সেক্রেটারি এরশাদের সহযোগিতায় অভিযুক্ত নাজমুলকে বগুড়া সদর থানার এসআই খোরশেদের কাছে তুলে দেয়া হয় এবং নারীটি থানায় যান মামলা করার জন্য। কিন্তু পুলিশ ধর্ষণের শিকার নারীকে বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করে মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায় । এ ব্যাপারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদিউজ্জামান বলেন, এমন

[৬৪] যুগান্তর ১৭ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/167639/
[৬৫] নোয়াখালির কবিরহাটে ধর্ষণের মামলা করায় ভিকটিমসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তদের হুমকির মুখে এলাকা থেকে পালিয়ে গেছেন। অভিযুক্তরা ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও কর্মী। প্রথম আলো ২৬ এপ্রিল ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=5&edcode=71&pagedate=2019-4-26
[৬৬] যুগান্তর ১৫ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/177591/

ঘটনা ঘটতে পারে না, ওই মেয়েরই 'সমস্যা' আছে। আল আমিন অভিযোগ করেন, মামলা নিতে পুলিশ তাঁদের কাছে টাকা চেয়েছে।[৬৭]

৬৬. গত ৩০ এপ্রিল ভোরে মাগুড়া জেলার চরশ্রীপুরে এক গৃহবধু তাঁর আত্মীয়র বাড়ি যাবার পথে বরিশাট গ্রামের রবিউল ও তার সহযোগী আনিছ গৃহবধুকে ধরে শ্মশান ঘাটে নিয়ে অস্ত্রের মুখে গৃহবধুর স্বর্ণালঙ্কার ও মোবাইল ফোন লুটে নেয় এবং তাঁকে ধর্ষণ করে। এই সময় ধর্ষণের দৃশ্য ভিডিও করা হয়। গৃহবধুর চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে আসলে ধর্ষকরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে শ্রীকোল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুতাসিম বিল্লাহ ঘটনা জানতে পেরে অভিযুক্ত দুইজনকে আটক করে পুলিশে দেন। তবে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা না নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করেছে।[৬৮]

৬৭. ঢাকার ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স শাহিনুর আক্তার তানিয়া (২৩) গত ৬ মে ঢাকা বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাঁর গ্রামের বাড়ী কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদীতে যাওয়ার জন্য স্বর্ণলতা পরিবহনে ওঠেন। রাত আনুমানিক ১০ টায় বাসটি শেষ স্টপেজ কটিয়াদি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু চালক বাসটি কটিয়াদি বাসস্ট্যান্ডে না নিয়ে পাশের বাজিতপুর উপজেলার পিরিজপুর বাসস্ট্যান্ডের দিকে যায়। বাসচালক নুরুজ্জামান এবং বাসের হেলপার লালন তাঁকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। পুলিশ বাস চালক, হেলপার এবং সন্দেহভাজন রফিক, বকুল ও খোকন নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।[৬৯]

৬৮. গত ২১ মে রাতে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানী ইউনিয়নের একটি বাড়িতে আওয়ামী লীগ নেতা হারুন ও যুবলীগ নেতা মাহবুবুর রহমান বাবুর নেতৃত্বে একদল দুবৃর্ত্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশী অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে বাড়ীর লোকজনকে মারধর করে এবং ওই বাড়ির এক গৃহবধুকে গণধর্ষণ করে। গৃহবধুকে নোয়াখালি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।[৭০]

৬৯. **গত তিন মাসে ৩৩২ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৯০ জন নারী, ২৩৬ জন মেয়ে শিশু এবং ৬ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ৯০ জন নারীর মধ্যে ৪৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২৩৬ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩১ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৩ জন আত্মহত্যা করেছে। এই সময়কালে ৫৭ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।**

---

[৬৭] মানবজমিন, ২৪ এপ্রিল ২০১৯;
[৬৮] যুগান্তর, ১৫ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/177591/
[৬৯] নিউ এজ, ৮ মে ২০১৯, http://www.newagebd.net/article/71772/nurse-killed-after-rape-in-moving-bus
[৭০] যুগান্তর ২৬ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/181745/

যৌন হয়রানি

৭০.**এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত মোট ৫৪ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫ জন আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া ৩ জন নিহত, ৭ জন আহত, ১৬ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত এবং ২২ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।**

৭১. গত ২৭ মার্চ ফেনী জেলার সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদ দৌলার বিরুদ্ধে একই মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে যৌন হয়রানির অভিযোগে মামলা দায়ের করেন তাঁর মা শিরিন আক্তার। ভয়ভীতি দেখানোর পরও মামলাটি তুলে না নেয়ায় গত ৬ এপ্রিল এইচএসসি সমমানের আলিম আরবি প্রথমপত্রের পরীক্ষা দিতে গেলে অধ্যক্ষের অনুসারীরা নুসরাতকে মাদ্রাসার সাইক্লোন শেল্টারের ছাদে ডেকে নিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় ৮ এপ্রিল নুসরাতের বড় ভাই মাহমুদুল হাসান নোমান বাদী হয়ে অধ্যক্ষ সিরাজ উদ দৌলাসহ আট জনের নাম উল্লেখ করে সোনাগাজী মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হলে গত ১০ এপ্রিল নুসরাত মারা যান। মামলাটি তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কে দায়িত্ব দেয় আদালত। এ মামলায় গ্রেফতারকৃত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদ দৌলা, সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রলীগের সভাপতি শাহাদাত হোসেন শামীম, সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রদলের সভাপতি নূর উদ্দিনসহ ১২ জন আদালতে হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। সোনাগাজী উপেজলা আওয়ামী লীগের সভাপিত রুহুল আমিন, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাকসুদ আলম, মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক আবসার উদ্দিন ও মোঃ শামীমসহ ১৬ জনকে অভিযুক্ত করে ২৯ মে ফেনীর জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম জাকির হোসাইনের আদালতে চার্জশিট দাখিল করে পিবিআই। এর আগে অধ্যক্ষ সিরাজ কর্তৃক নুসরাতের যৌন হয়ারানির ঘটনায় গত ২৭ মার্চ থানায় মামলা করতে গেলে সোনাগাজী থানার সাবেক ওসি মোয়াজ্জেম হোসেন নুসরাতকে ধমক দিয়ে ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছাড়িয়ে দেয়ার অভিযোগে আইনজীবী সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ২৭ মে অভিযোগপত্র জমা দিলে ওই দিনই আদালত ওসি মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। গত ১৬ জুন ওসি মোয়াজ্জেমকে গ্রেফতার করা হয় যদিও তাকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে অনেক শৈথল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।[৭১]

[৭১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেনীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

যৌতুক সহিংসতা

৭২.**গত তিন মাসে মোট ৩৭ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১৮ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ১৯ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।**

৭৩.গত ২৫ এপ্রিল বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলায় গফুর সরদারের মেয়ে তামান্না বেগম (১৮) এর স্বামী তাওহীদ হাওলাদারের দাবিকৃত ২ লক্ষ টাকা যৌতুক দিতে না পেরে বাবা গফুর সরদার কিটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেন।[৭২]

৭৪.গত ১৩ মে বগুড়া জেলার নন্দী গ্রামে বাল্যবিয়ের শিকার ফারজানাকে (১৫) ২৫ হাজার টাকা যৌতুক না পেয়ে তার স্বামী রকি হোসেন গলা টিপে হত্যা করে বাড়ির পাশে বাঁশঝাড়ে ফেলে রাখে।[৭৩]

এসিড সহিংসতা

৭৫.**চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ৪ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩ জন মহিলা ও ১ জন মেয়ে শিশু।**

৭৬.গত ২৭ এপ্রিল গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ায় পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এইচএসসি পরীক্ষার্থী শিলার ওপর স্থানীয় দুর্বৃত্ত সাগর, হৃদয় ও ফাহিম এসিড ছুঁড়ে মারে। শিলাকে গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে।[৭৪]

শ্রমিকদের অধিকার

৭৭.এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে শ্রমিকদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে।

৭৮.**২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে তৈরি পোশাক শিল্পের ২০ জন শ্রমিক পুলিশের হাতে আহত হয়েছেন যখন তাঁরা বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। এছাড়া একই সময়ে অন্যান্য সেক্টরে (ইনফরমাল) ৮ জন শ্রমিক নিহত ও ২ জন আহত হয়েছেন।**

[৭২] যুগান্তর, ২৬ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/171252
[৭৩] নয়াদিগন্ত ১৫ মে ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/410097/
[৭৪] যুগান্তর ২৮ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/171735/

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৭৯.তৈরি পোশাক শিল্পে বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করায় শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটছে।

৮০.গত ১২ মে গাজীপুর জেলার ভীমবাজার এলাকায় ওয়ার্কফিল্ড গার্মেন্টস্ এর শ্রমিকরা কারখানা লে অফের প্রতিবাদে এবং তিন মাসের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য ভাতার দাবিতে মির্জাপুর মাস্টারবাড়ি আঞ্চলিক সড়কে বিক্ষোভ করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। এই সময় পুলিশ শ্রমিকদের ওপর টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে।[৭৫]

পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন

৮১.পাট খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, বকেয়া মজুরি-বেতন পরিশোধ, জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনের সুপারিশ ২০১৫ কার্যকর, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির অর্থ পরিশোধ, চাকরিচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের পুনর্বহাল, শ্রমিক-কর্মচারীদের শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ ও স্থায়ীকরণসহ ৯ দফা দাবিতে ৫ মে থেকে কর্মবিরতি ও অবরোধ কর্মসূচী পালন শুরু করে পাটকল শ্রমিকরা। অবরোধের অংশ হিসাবে ঢাকার ডেমরায় শ্রমিকরা খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করলে গত ৭ মে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে।[৭৬]

ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে বাংলাদেশী নাগরিক নিখোঁজ

৮২.গত ৯ মে গভীর রাতে ৭৫ জন অভিবাসী নিয়ে একটি বড় নৌকা লিবিয়ার উপকুল থেকে ইতালির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এরপর গভীর সাগরে নৌকাটি থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি নৌকায় যাত্রীদের তোলা হলে কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি ডুবে গেলে অনেক নৌকা যাত্রী মারা যান, যাঁদের মধ্যে ৩৯ জন বাংলাদেশী নাগরিকও রয়েছেন।[৭৭] ইউরোপে যেয়ে কাজ করে আয় রোজগার করার আশায় দালালদের মাধ্যমে ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে তাঁরা ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে দেশ ত্যাগ করেছিলেন।[৭৮]

৮৩.বাংলাদেশের নাগরিকদের ঝুঁকিপূর্ণ সাগর পাড়ি দিয়ে অভিবাসী হওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে বলে দাবি করলেও বর্তমানে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর মধ্যে

[৭৫] নিউ এজ, ১৩ মে ২০১৯, http://www.newagebd.net/article/72269/rmg-workers-protest-at-factory-closure
[৭৬] যুগান্তর ৯ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/175494/
[৭৭] যুগান্তর ১২ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/176554/
[৭৮] প্রথম আলো ২৯ মে ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1596613/

ব্যবধান প্রকট হয়েছে। ফলে জীবিকার তীব্র সংকটের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেকার যুবকরা দালালদের খপ্পরে পড়ে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছেন।

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য

৮৪.বাংলাদেশের ওপর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের পাশাপাশি এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর সদস্যরা বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন, আটক ও অপহরণ করেছে।

৮৫.গত ২৭ এপ্রিল নওগাঁ জেলার সাপাহার সীমান্তে বিএসএফ'র সদস্যরা আজিম উদ্দিন (২৮) নামে এক বাংলাদেশী রাখালকে আটক করে তাঁর ওপর চরম নির্যাতন করেছে। বিএসএফ'র সদস্যরা ঐ যুবকের দুই হাতের ১০ আঙুলের নখ উপড়ে ফেলে দিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে।[৭৯]

৮৬.গত ১০ মে কুশখালী সীমান্তের ছয়ঘরিয়া এলাকায় কবিরুল ইসলাম (৩২) নামে এক বাংলাদেশী যুবকের লাশ ফেলে রেখে যায় বিএসএফ। অভিযোগ রয়েছে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে আটক করে তাঁর ওপর নির্যাতন করে এবং মুখে পেট্রল ঢেলে দিয়ে হত্যা করে।[৮০]

৮৭.গত ২০ জুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে একদল গরু ব্যবসায়ী বাংলাদেশে ফেরত আসার সময় ভারতের দৌলতপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে মানারুল ইসলাম (২৭) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।[৮১]

৮৮.**এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ১১ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১০ জন গুলিতে ও ১ জন নির্যাতনে মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে ৮ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৪ জন গুলিতে ও ৪ জন নির্যাতনে আহত হয়েছেন। এছাড়াও ৮ জন বাংলাদেশিকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক হত্যার একটিরও বিচার হয়নি।**[৮২]

---

[৭৯] যুগান্তর ২৮ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/171750/
[৮০] যুগান্তর ১১ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/176253/
[৮১] যুগান্তর ২১ জুন ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/190231/
[৮২] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৮৯. মিয়ানমারে গণহত্যার শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গার বাংলাদেশে পালিয়ে আসার ঘটনায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগের তদন্ত শুরুর পথে এগিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। গত ২৬ জুন ২০১৯ এক বিবৃতিতে আইসিসি জানিয়েছে, কৌঁসুলি ফাতু বেনসুদার কাছ থেকে আবেদন পাওয়ার পর তিন বিচারকের সমন্বয়ে একটি প্যানেল গঠন করা হয়েছে। বেনসুদার আবেদনের ব্যাপারে তাঁরা সিদ্ধান্ত জানাবেন। এক বিবৃতিতে বেনসুদা বলেন, ঘটনার একটি পক্ষ বাংলাদেশ আইসিসির সদস্য হওয়ার যুক্তি তুলে ধরে তিনি এই অভিযোগ পূর্ণ তদন্তের জন্য বিচারকদের কাছে অনুমতি চাইবেন।[৮৩]

৯০. জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৬তম পরিচ্ছেদ[৮৪] অনুযায়ী সমস্ত মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই শিক্ষা সমস্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য সমভাবে লভ্য হবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার পরিবর্তে তাঁদের খুঁজে বের করে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ২০১৯ সালের জানুয়ারির শেষ থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের শরণার্থী বসতির কাছাকাছি স্কুলগুলো হতে বাংলাদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা শরণার্থী শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার করেছে। এইসব শিক্ষার্থীদের বাবা-মা ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন এবং বাংলাদেশেই তাঁদের জন্ম হয়। তাঁরা শরণার্থী শিবিরে নন-ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা শেষ করে শরণার্থী শিবিরের বাইরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হয়েছিল। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সিনিয়র শিশু অধিকার বিষয়ক গবেষক বিল ভ্যান এসভেল্ড বলেন, "শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার পরিবর্তে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করে বিদ্যালয়গুলো থেকে বহিষ্কার করে দেয়ার বাংলাদেশ সরকারের নীতিটি বিভ্রান্তিকর, দুঃখজনক এবং বেআইনী।"[৮৫]

---

[৮৩] নয়াদিগন্ত, ২৭ জুন ২০১৯; www.dailynayadiganta.com/first-page/420785

[৮৪] https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

[৮৫] Bangladesh: Rohingya Refugee Students Expelled, April 1, 2019; https://www.hrw.org/news/2019/04/01/bangladesh-rohingya-refugee-students-expelled

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৯১. *অধিকার* এর ওপর যে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন শুরু হয় তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এর ওপর নানা ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটে।[৮৬] ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও এখনো পর্যন্ত তা নবায়ন করা হয়নি। এই ব্যাপারে গত ১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করলে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে দাখিলকৃত অধিকারের নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এছাড়া মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো গত পাঁচ বছর ধরে *অধিকার* এর সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার* এর একাউন্টগুলো স্থগিত করে রেখেছে। *অধিকার* এর ওপর গোয়েন্দা নজরদারী এবং সরকারী চাপ বরাবরের মতোই বহাল রয়েছে। এছাড়া *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা নিজ নিজ জেলায় মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে মামলা-গ্রেফতার এবং কর্মসূচীতে বাধাসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানীর সম্মুখিন হয়েছেন। গত ২৮ মে ২০১৯ সিরাজগঞ্জে র‍্যাবের বাধার মুখে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক সপ্তাহে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের মানববন্ধন কর্মসূচী পণ্ড হয়ে যায়। এছাড়া ময়মনসিংহে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং বিডিপ্রেস২৪ ডটকম এর সাংবাদিক আব্দুল কাইয়ুমকে গত ১১ মে ইদ্রিস খান (ক্ষমতাসীনদলের সংসদ সদস্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) নামে স্থানীয় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির প্ররোচনায় গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা গ্রেফতার করে। এরপর গোয়েন্দা শাখার অফিসাররা তাঁর ওপর নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ করেন কাইয়ুম। তাঁকে বেল্ট এবং চেয়ার দিয়ে পোটানো হয় এবং ঘুষি মারা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৩, ২৫ ও ২৯ ধারার অধীনে এবং দণ্ডবিধির ৩৮৫ ও ৩৮৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। ১১ মে বিকেলে কাইয়ুমকে গ্রেপ্তার করা হলেও তাঁকে আদালতে হাজির করা হয় ১৩ মে সকালে। পুলিশ

[৮৬]এই সময়ে অধিকারের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি এবং জিজ্ঞাসাবাদ বেড়ে যায়। এছাড়া সরকারপন্থী মিডিয়াগুলোতে অধিকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত ৬ নভেম্বর ২০১৮ নির্বাচন কমিশন কোন নোটিশ ছাড়াই নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে *অধিকার* এর নিবন্ধন বাতিল করে।

কাইয়ুমকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির না করে ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সংবিধানের ৩৩ (২) অনুচ্ছেদে[৮৭] বর্ণিত নির্দেশনার লঙ্ঘন করেছে। ১৪ মে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কাইয়ুমের জামিন আবেদন নামঞ্জুর হয় এবং ১৬ মে একইভাবে ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ আদালত কাইয়ুমের জামিন আবেদন প্রত্যাখান করে।

[৮৭] গ্রেফতারকৃত ও প্রহারায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যাতিত) হাজির করা করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখা যাইবে না।

সুপারিশ

১. সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিতামূলক সরকার নির্বাচিত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৩. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৪. গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৫. কারাগারে বন্দিদের চিকিৎসেবার মান নিশ্চিত করতে হবে। বন্দিদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।

৬. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়নের জন্য বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

৭. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৮. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১০. বাংলাদেশেকে জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত সনদ (আইসিসিপিআর) এর অপসোনাল প্রোটোকল ১ ও ২ অনুস্বাক্ষর করতে হবে।

১১. নারী ও শিশুদের প্রতি সংহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুর্বৃত্ত যারা নারী ও শিশুদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের

দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

১৩. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা, নির্যাতন, অপহরণসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে এবং ভারত বাংলাদেশের অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৪. *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করে বিদ্যালয়গুলো থেকে বহিষ্কার করে দেয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের নীতি বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছে এবং রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে।

১৫. অধিকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে অবিলম্বে *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।